দৈনিক বাংলা

তারিখ 13 OCT 1995
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৭

এবারের নোবেল পুরস্কার

আলফ্রেড বার্নহার্ড নোবেল ১৮৩৩ সালে সুইডেনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত রসায়নিক পন্ডিত ও যন্ত্রশিল্পি। তাঁর মৃত্যুর এক বছর আগে অর্থাৎ ১৮৯৫ সালে তিনি নিজ হাতে উইল লিখে তাঁর সম্পত্তির অধিকাংশ দিয়ে যান বিশ্বজগৎকে। তাঁর সম্পত্তির পরিমাণ ছিল ৯২ লাখ ডলার। তাঁর ইচ্ছানুযায়ী সেই সম্পত্তির আয় থেকে সমানভাবে পাঁচটি বার্ষিক পুরস্কার দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এজন্য এ পুরস্কারকে নোবেল পুরস্কার বলা হয়। পুরস্কারগুলি হচ্ছে— পদার্থ, রসায়ন, চিকিৎসা, সাহিত্য ও শান্তি। তারপর ১৯৬৯ সাল থেকে অর্থনীতির জন্যেও এই পুরস্কার দেয়া হচ্ছে। তিনি মৃত্যুবরণ করেন ১৮৯৬ সালের ১০ ডিসেম্বর। কিন্তু নোবেল পুরস্কার প্রথম দেয়া শুরু হয়েছিল ১৯০১ সাল থেকে। তারপর থেকে প্রতিবছর নোবেলের মৃত্যুর দিন অর্থাৎ ১০ ডিসেম্বর সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমে এক সুন্দর মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে এ পুরস্কার দেয়া হয়। কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে এ পুরস্কার দেয়ার আগেই ঘোষণা করা হয় নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের নাম। প্রতিবছরের মত এবছরও অর্থাৎ ১৯৯৫ সালের নোবেল বিজয়ীদের নাম ইতিমধ্যেই ঘোষণা করা হয়েছে।

নিচে বিষয়ভিত্তিক এবারের নোবেল বিজয়ী ব্যক্তিদের নাম দেয়া হল।

সাহিত্য ঃ ১৯৯৫ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন আইরিশ কবি সিমাস হিনি (৫৬)। সুইডিশ একাডেমী গত ৫ অক্টোবর এ ঘোষণা দিয়ে বলেছে যে, 'সিমাস হিনির কবিতায় রয়েছে গীতি কবিতার সৌন্দর্য এবং গভীর নৈতিকতা; তার কবিতার নিকট অতীত এবং প্রতি দিনের বিস্ময়কে মহিমান্বিত করে তুলেছে।'

নোবেল পুরস্কার বিজয়ের পর গ্রীসের 'দৈনিক এথেন্স' পত্রিকাকে তার পুরস্কার প্রাপ্তির প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন, 'আমি অবশ্য আশা করিনি যে পুরস্কারের শিকেটা শেষ পর্যন্ত ছিঁড়বে। তবে আমি ভীষণ আনন্দিত হয়েছি। এই পুরস্কার আমার জীবনে অনেক পরিবর্তন এনে দেবে।'

সাহিত্যে সিমাস হিনি হচ্ছেন ৯৪ তম নোবেল বিজয়ী, আর আইরিশ কবি হিসাবে তৃতীয়। হিনির আগে সাহিত্যে নোবেল পেয়েছেন আইরিশ কবি স্যামুয়েল বেকেট এবং ডব্লিউ বি ইয়েটস। ১৯২৩ সালে কবি ইয়েটস-এর পর হিনি তৃতীয় নোবেল বিজয়ী ব্যক্তি। তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে রয়েছে ডেথ অব এ ন্যাচারালিস্ট (১৯৬৬), ডোর ইনটু দ্য ডার্ক (১৯৬৯) ইত্যাদি ইত্যাদি। বর্তমানে হিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কবিতা অনুষদের প্রফেসর।

চিকিৎসা শাস্ত্র ঃ ১৯৯৫ সালে চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেল পেয়েছেন তিনজন। গত ৯ অক্টোবর সুইডিশ একাডেমী এ ঘোষণা দেয়। পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ২ জন আমেরিকান এবং ১ জন জার্মান চিকিৎসা বিজ্ঞানী। আমেরিকান এডওয়ার্ড বি লির্ডস (৭৭) ও এরিক এফ ওয়েসকাউস (৪৮) এবং জার্মানীর ক্রিশ্চিয়ান নাসলেইনভলহার্ড (৫২) নোবেল পেয়েছেন। জীন কিভাবে মাতৃগর্ভে ভ্রূণের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে তা আবিষ্কারের জন্য তাদেরকে এ সম্মানে ভূষিত করা হয়। নোবেল কমিটি 'চিকিৎসা বিজ্ঞানে' তাদের বিশেষ অবদানের কথা উল্লেখ করে বলেন, 'তিনজন বিজ্ঞানীর এই সম্মিলিত আবিষ্কারের ফলে মাতৃগর্ভে জন্মগত ত্রুটি ব্যাখ্যা করা সহজ হবে।'

(১১-এর পৃঃ দ্রঃ)

এবারের নোবেল পুরস্কার

(৯-এর পৃঃ পর)

অর্থনীতি ঃ ১৯৯৫ সালে অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক রবার্ট লুকাস (৫৮)। গত ১০ অক্টোবর সুইডিশ একাডেমী এ ঘোষণা দেয়। 'যৌক্তিক আকাংক্ষা থেকে সৃষ্ট অনুমানসমূহের উন্নয়ন ও প্রয়োগ এবং সে অনুযায়ী সমষ্টিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ রূপান্তরিতকরণ এবং অর্থনৈতিক নীতি সম্পর্কে ধারণা সমৃদ্ধ করার জন্য রবার্ট লুকাসকে এ পুরস্কার দেয়া হয়।

পদার্থ বিজ্ঞান ঃ ১৯৯৫ সালে পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পেয়েছেন যৌথভাবে মার্টিন পার্ল (৬৮) ও ফ্রেডরিক রেইনেস (৭৭)। এরা দু'জনই মার্কিন নাগরিক। গত ১১ অক্টোবর সুইডিশ একাডেমী এ ঘোষণা দেয়। একাডেমী জানায় এ দুই পদার্থবিদ প্রকৃতির অতিক্ষুদ্র অনুকণা 'টাউলেপ্টন' ও 'নিউট্রিনো' আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কার পেলেন।

রসায়নশাস্ত্র ঃ ১৯৯৫ সালে রসায়নশাস্ত্রে নোবেল পেয়েছেন তিন জন। নেদারল্যান্ডসের ক্রুৎজেন (৬১), মেক্সিকোর মোলিনা (৫২) এবং যুক্তরাষ্ট্রের রৌল্যান্ড (৬৮) এঁরা তিনজন যৌথভাবে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। সুইডিশ বিজ্ঞান একাডেমী জানায়, এঁরা তিনজনই বায়ুমন্ডলীর রসায়ন নিয়ে কাজ করেন। তারা বিশেষ করে ওজন স্তরের গঠন ও পৃথকীকরণের ওপর কাজ করার জন্য এ পুরস্কার লাভ করেন।

শান্তি ঃ ১৯৯৫ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার পেয়েছেন যৌথভাবে পরমাণু অস্ত্র বিরোধী প্রচারক জোসেফ রটব্লাট (৮৭) ও আন্তর্জাতিক সংগঠন 'দি পাগওয়াশ কনফারেন্স অন সায়েন্স এ্যান্ড ওয়ার্ল্ড এ্যাফেয়ার্স'। গত ১৩ অক্টোবর নরওয়ের নোবেল কমিটি বলেছে, 'আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে পারমাণবিক অস্ত্রের ভূমিকা হ্রাস এবং দীর্ঘ মেয়াদের এ ধরনের অস্ত্র নির্মূলের প্রচেষ্টার জন্য এ পুরস্কার দেয়া হয়েছে। নোবেল পুরস্কার ঘোষণার পর জোসেফ রটব্লাট বলেন, 'এই খবরে আমি অভিভূত। এ পুরস্কার আমি আশা করিনি।'

আগামী ১০ ডিসেম্বর, ১৯৯৫ সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমে আনুষ্ঠানিকভাবে নোবেল বিজয়ীদের এ পুরস্কার দেয়া হয়।

সংগ্রহ ঃ ইমরুল ইউসুফ টোকন